ইউনিট

১৮

বিকেন্দ্রীকরণ

ভূমিকা

রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একটি কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত না করে যখন তা কেন্দ্র ও বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তখন তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। এছাড়া একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতা বিভক্ত হতে পারে। বিকেন্দ্রীকরণ দু'প্রকার– (ক) রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ ও (খ) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। গণতান্ত্রিক শাসন ও জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য বিকেন্দ্রীকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে স্থানীয় সমস্যার সমাধান, কেন্দ্রের দায়িত্বভার লাঘব ও স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। কেন্দ্রীয়করণের পক্ষেও কিছু যুক্তি আছে কিন্তু তবু বিকেন্দ্রীকরণই অধিকাংশ মানুষের কাম্য।

পাঠ– ১ : বিকেন্দ্রীকরণ – সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিকেন্দ্রীকরণের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বিকেন্দ্রীকরণের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিকেন্দ্রীকরণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৮.১.১ সংজ্ঞা

রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা যখন একটি কেন্দ্রে ন্যস্ত না হয়ে সমগ্র রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে বণ্টন করা হয় তখন তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে। অধ্যাপক ডোয়াইট ওয়াল্ডো বলেন, "বিকেন্দ্রীকরণ এমন এক প্রবণতা নির্দেশ করে যেখানে প্রশাসন ও দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হতে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্থাসমূহে স্থানীয় অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করা হয়।" এরূপ ক্ষমতা বণ্টনের ফলে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কতকগুলো ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলো অর্পিত ও প্রাপ্ত ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করে থাকেন। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ স্তরে স্তরে ক্ষমতার অবস্থান, চর্চা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার।

১৮.১.২ বিকেন্দ্রীকরণের প্রকারভেদ

বিকেন্দ্রীকরণ দু'ভাবে হতে পারেন। যথা– রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ বলতে সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্র ও অঞ্চলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়াকে বোঝায়। যেমন– যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধান ক্ষমতা বণ্টন করে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার পৃথক পৃথক ভাবে আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচারের মৌলিক ক্ষমতা লাভ করে। আর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ বলতে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব স্তরে স্তরে ভাগ করে দেওয়াকে বুঝায়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার বা সংস্থা কর্তৃক প্রায়োগিক ও বিশেষজ্ঞ বিষয়ে বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন– (১) উল্লম্বী ও ভৌগোলিক এবং

(২) সমরৈখিক ও কার্যগত। প্রথমটি ভৌগোলিক ভাবে অর্থাৎ বিভাগ, জেলা, থানা ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়টি বিশেষজ্ঞ, পেশাগত ও বুদ্ধিজীবীগত দিক হতে বিভিন্ন সংস্থার হাতে ন্যস্ত হতে পারে।

১৮.১.৩ বিকেন্দ্রীকরণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

বিকেন্দ্রীকরণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল:

(১) স্থানীয় সমস্যা সমাধান– বিকেন্দ্রীকরণের ফলে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধান সহজ হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অতি দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে। স্থানীয় ভিত্তিতে তহবিল সংগ্রহ করে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের এটি একটি উত্তম ব্যবস্থা।

(২) কেন্দ্রের ভার লাঘব– বিকেন্দ্রীকরণের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের ভার লাঘব হয়। কেন্দ্রীয় সরকার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশের সুযোগ পায়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলি স্থানীয় সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করে। এতে সরকারের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ সফল হলে তা কেন্দ্রে ও অন্যান্য অঞ্চলে প্রয়োগ করা যায়। এতে কেন্দ্রের আর্থিক সাশ্রয় হতে পারে।

(৩) নেতৃত্বের বিকাশ– স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা চর্চা ও দায়িত্ব পালনের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় ভিত্তিতে নেতৃত্ব বিকাশের পক্ষে অনুকূল। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ও দায়িত্ব পালন করার সুযোগ ঘটায় একই সাথে বহু লোক প্রশাসনে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয় এবং দক্ষতা অর্জন করে। এরূপে অর্জিত স্থানীয় নেতৃত্বই পরবর্তীতে জাতীয় নেতৃত্বে পরিণত হয়।

(৪) গণতান্ত্রিক– বিকেন্দ্রীকরণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এতে রাজনৈতিক সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। গণতন্ত্র ফলপ্রসু হয়ে উঠে।

সার-সংক্ষেপ

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রের স্তরে স্তরে ভাগ করে দেওয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে। আধুনিক কালে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সকলের নিকট প্রত্যাশিত। গণতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কি বুঝায় ?
- ক. জনগণের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করা
- খ. বিভাগগুলোর হাতে ক্ষমতা দেওয়া
- গ. স্তরে স্তরে ক্ষমতা ভাগ করা
- ঘ. শাসন ও আইনবিভাগের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করা

২। বিকেন্দ্রীকরণ কি সুফল দিবে ?
- ক. অংশগ্রহণের মাত্রা বেড়ে যাবে
- খ. নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে
- গ. উত্তম সরকার প্রতিষ্ঠা হবে
- ঘ. স্বৈরাচার থাকবে না

পাঠ– ২ : বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে যুক্তি দিতে পারবেন।
- বিকেন্দ্রীকরণের বিপক্ষে যুক্তি দিতে পারবেন।

১৮.২.১ পক্ষে যুক্তি

বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে যুক্তিগুলো নিম্নরূপ

১। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ক্ষমতার চরম সমাবেশ ঘটে না। এতে দুর্নীতি কম হয়। সুতরাং ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ এবং দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন।

২। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সংস্থায় ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ফলে স্থানীয় ভিত্তিতে নেতৃত্ব গড়ে উঠে। এভাবে স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ ঘটে। দেশব্যাপী নেতৃত্বের বিকাশ জাতীয় নেতৃত্বকে সবল ও দক্ষ হতে সাহায্য করে। দেশ ও জাতি কখনই নেতৃত্বের শূন্যতা বোধ করে না।

৩। বিকেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্রের বিকাশে সহায়তা করে। এতে বহুলোক ক্ষমতা চর্চার সুযোগ লাভ করে। জনগণ রাজনীতি সচেতন হয়। বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তা করে। এতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারলাভ করে।

১৮.২.২ বিপক্ষে যুক্তি

বিকেন্দ্রীকরণের বিপক্ষে যুক্তিগুলো নিম্নরূপ

১। বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। স্তরে স্তরে ক্ষমতার বিভাজন ও বহু লোক নিয়োগ করার ফলে সরকারের কাঠামো বিস্তৃত হয়। ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

২। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ক্ষমতার নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কে তা নির্ধারণ করা মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতা ভাগ করায় অনেকগুলো কর্তৃপক্ষ গড়ে উঠে। ফলে প্রকৃত কর্তৃপক্ষ কে তা সঠিকভাবে বুঝতে কষ্ট হয়। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উদাসীনতা দেখা দেয় ও দায়িত্ব ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

৩। অনেক সময় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। কোনটি কার কাজ এবং কে সেই দায়িত্ব পালন করবে এরূপ সংশয়ে অযথা সময় নষ্ট হয়। এভাবে সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে।

সার-সংক্ষেপ

বিকেন্দ্রীকরণ দুর্নীতি দূর করে। স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব গড়ে তোলে এবং ক্ষমতা চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করে। আবার বিকেন্দ্রীকরণ ব্যয় বৃদ্ধি করে ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে কোন যুক্তিটি প্রযোজ্য ?

ক. সরকারের কাঠামো বৃদ্ধি করে — খ. কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করা কঠিন হয়

গ. ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় — ঘ. স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব গড়ে উঠে

২। বিকেন্দ্রীকরণের বিপক্ষে কোন যুক্তিটি প্রযোজ্য

ক. ক্ষমতার চরম সমাবেশ ঘটে — খ. ব্যয় বৃদ্ধি পায়

গ. বহু লোক ক্ষমতার চর্চা করে — ঘ. গণতন্ত্রের বিকাশে সহায়তা করে

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। বিকেন্দ্রীকরণের সংজ্ঞা দিন। –১৮.১.১

২। বিকেন্দ্রীকরণের বিপক্ষে যুক্তি দিন। –১৮.২.২

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কি বুঝায়? বিকেন্দ্রীকরণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। –১৮.১.১ ও ১৮.১.৩

২। বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তিগুলো আলোচনা করুন। –১৮.২.১ ও ১৮.২.২

৩। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিকেন্দ্রীকরণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন। –১৮.১.৩ ও ১৮.২.১ থেকে নিজে লিখুন

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। গ, ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। ঘ, ২। খ